দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 MAR 1989
পৃষ্ঠা 4 কলাম 8

55

শিক্ষা বিভাগের সাম্প্রতিক অবস্থা

শিক্ষা বিভাগের দুই-দুইটা মহাপরিচালকের পদ দীর্ঘদিন যাবৎ খালি। শিক্ষা বিভাগে কি কোন লোক নাই যে যাঁহাদের দ্বারা এই পদগুলি পূরণ করা যায়? আরো অবাক কাণ্ড যে, একজন অত্যন্ত জুনিয়র ব্যক্তিকে প্রাথমিক শিক্ষার মহাপরিচালকের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে দীর্ঘদিন চলতি দায়িত্বে রাখা হইয়াছে। যে পদে মহাপরিচালক ও প্রকল্প পরিচালকের যৌথ দায়িত্ব পালন করিতে হয় সেই পদে কি একজন নিম্ন স্কেলের কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে দায়িত্বে রাখা সংগত হইয়াছে? একজন খুবই জুনিয়র ব্যক্তির পক্ষে একটি অধিদপ্তরের দায়িত্বভার পালন করা কি সম্ভব? নিয়েমারের মহাপরিচালকের পদটিও দীর্ঘ এক বৎসর যাবৎ খালি কেন এই পদগুলি তৎক্ষণাত পূরণ হয় না তা বোধগম্য নয়। নাকি পশ্চাতে কোন গোপন উদ্দেশ্য নিহিত আছে? তাছাড়া সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নূতন নিয়োগ হইয়াছে তা খুবই প্রণিধানযোগ্য। গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পদে যোগ্য ব্যক্তির পরিবর্তে বিশেষ একটি জেলার অযোগ্য, অনুপযুক্ত ও নিম্ন স্কেলের লোককে নিয়োগ করা হইয়াছে। মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিষয়ে তাঁহার না আছে কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা, না আছে কোন প্রশিক্ষণ। ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুলেও দুই স্কেল নিচের একজনকে অধ্যক্ষরূপে নিয়োগ করা হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনার পরিচালক পদে একজন মৌলানা সাহেবকে নিয়োগদান করা হই-

(২-এর পাতায় দেখুন)

চিঠিপত্র

(৪র্থ পাতার পর)

য়াছে। ইউনেস্কো কমিশনের সচিবের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে একজন কনিষ্ঠ ব্যক্তিকে বহাল করা হইয়াছে।

শিক্ষা বিভাগের উচ্চ মহলে যদি এইরূপ ব্যক্তিস্বার্থ প্রকট হয় তাহলে সত্যিই শিক্ষার মেরুদণ্ড সোজা রাখা মুশকিল। পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি ও স্বার্থপরতা যদি শিক্ষা বিভাগে এইভাবে চলিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা সমূলে ধ্বংস হইবে।

এ বিষয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর জরুরী ভিত্তিতে ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ কামনা করিতেছি।

মোজাম্মেল কাশেম, নাখালপাড়া, ঢাকা